উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল জাবি ও পাবিপ্রবি

জাবি ও পাবনা প্রতিনিধি
২৯ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৩২

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবিপ্রবি)। উন্নয়ন প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে জাবি উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণ দাবিতে টানা তৃতীয় দিনের অবরোধে স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম। পাবিপ্রবির ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে এক চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে ৮ লাখ টাকা ঘুষগ্রহণের অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া তিন শিক্ষককে শোকজ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেই শোকজ প্রত্যাহারের দাবিতে পাবিপ্রবিতে আন্দোলন শুরু করছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার সকাল ১০টা থেকে বিশ^বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। পরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল জাবির ‘উপাচার্য অপসারণ মঞ্চ’র ব্যানারে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা পূর্বঘোষিত সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করেন। আন্দোলনকারীদের বাধার মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশকিছু বিভাগে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা হয়নি। আন্দোলনকারীরা সকাল আটটা

থেকে বেলা চারটা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো ও নতুন প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন। এর ফলে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী ভবনে ঢুকতে পারেননি। ফলে টানা তৃতীয় দিনের মতো থেমে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম।

ধর্মঘট শেষে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। ১০-১৫ মিনিট সড়ক অবরোধ করে তারা পুনরায় মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন। মিছিলপরবর্তী সমাবেশে আজ (মঙ্গলবার) পুনরায় প্রশাসনিক ভবন অবরোধের ঘোষণা দেন তারা।

সমাবেশে অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস বলেন, উপাচার্যের কারণেই আজকের এ অচলাবস্থা। দুর্নীতিবাজ উপাচার্যের অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি চালিয়ে যাব।

পাবিপ্রবির অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ইয়াহিয়া ব্যাপারী আকাশ, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের প্রভাষক কমরুল হাসান কনক এবং ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কামাল হোসেনকে শোকজ করার প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীরা জানান, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শোকজ প্রত্যাহার করতে হবে। দাবি মানা না হলে আন্দোলন চলবে।

এ বিষয়ে বিশ^বিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. প্রীতম কুমার দাস বলেন, বিশ^বিদ্যালয়ের তিন শিক্ষককে শোকজ করার ঘটনায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

advertisement